ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মো. মাসুদ আলম*

[সার-সংক্ষেপ : *কিশোর অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। সকল সমাজেই রয়েছে এর অনিবার্য উপস্থিতি। তবে প্রকৃতি ও মাত্রাগত দিক থেকে তা বিচিত্র। প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। ফলে শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিণত হতে পারে। যা একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে কিশোর অপরাধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। সুস্থ দেশ-জাতি ও শান্তিময় বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে কিশোর অপরাধের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ইসলামের আলোকে এর প্রতিকারের উপায় তুলে ধরা হয়েছে।]*

ভূমিকা

শিশু-কিশোররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির উন্নতি। শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের একটি অংশ কোন কারণে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চরম হুমকি ও সুস্থ সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য নয়। এজন্যই ইসলাম শিশু-কিশোরদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং অপরাধমুক্ত জীবন যাপনে উপস্থাপন করেছে সর্বজনীন ও কল্যাণকর নীতিমালা। যা বাস্তবে কার্যকর করতে পারলে পরিবার পেতে পারে কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি এবং দেশ ও জাতি লাভ করতে পারে অমূল্য সম্পদ।

কিশোর অপরাধ পরিচিতি

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির ইংরেজী হলো Juvenile Delinquency। আর Delinquency ল্যাটিন শব্দ Delinquer থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ to omit বাদ দেয়া, বর্জন করা, উপেক্ষা করা ইত্যাদি।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

রোমানরা কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্ম অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা বুঝাতে Delinquency শব্দটি ব্যবহার করত।[১] ১৪৮৪ সালে উইলিয়াম কক্সসন সর্বপ্রথম Delinquent পরিভাষাটিকে দোষী ব্যক্তির প্রচলিত অপরাধ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৬০৫ সালে ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক "Macbeth" এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[২]

কিশোর অপরাধ পরিভাষা আলোচনার পূর্বে শব্দ দু'টিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিপাদ্য বিষয় সহজেই অনুমেয় হবে। সাধারণত কিশোর বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সের ছেলে-মেয়েদের বুঝায়।[৩] তবে কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত আইনে দেশ ও সমাজভেদে নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে মেয়েরা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত। যেমন বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বয়স সীমা হলো ৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত।[৪] এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:[৫]

দেশের নাম	বয়স সীমা
মায়ানমার	৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
শ্রীলংকা	৭ থেকে ১৬ " "
ভারত	৭ থেকে ১৬ " "
পাকিস্তান	৭ থেকে ১৫ " "
ফিলিপাইন	৯ থেকে ১৬ " "
থাইল্যান্ড	৭ থেকে ১৮ " "
জাপান	১৪ থেকে ২০ " "
ইংল্যান্ড	৮ থেকে ১৭ " "
ফ্রান্স	১৩ থেকে ১৬ " "

১. The term "Delinquency" has been derived from the Latin word Delinquer which means "to omit", The Romans used the term to refer to the failure of a person to perform the assigned task or duty. দ্র: Dr. N. V. Pranjape, *Criminology and Penology*, Allahbad : Central Law Publications, 2005, p. 486.

২. *Ibid.*

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি., ২৪তম সংস্করণ, পৃ. ১৫২

৪. পান্না রানী রায়, *অপরাধবিজ্ঞান*, ঢাকা : উপমা প্রকাশন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৭৪

৫. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৬৪

পোল্যান্ড	১৩ থেকে ১৬	” ”
অস্ট্রিয়া	১৪ থেকে ১৮	” ”
জার্মানী	১৪ থেকে ১৮	” ”

মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসীম রহমতে মানব সন্তান শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ من نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ من مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ.وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর তোমরা যেন যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, সে যেন জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে স্বজ্ঞান থাকে না।[৬]

মানব জীবনের বিবর্তিত স্তরগুলোকে আরবী অভিধানে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭] ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর বলতে ঐ ছেলেদের বুঝিয়েছেন যাদের ইহতিলাম[৮] বা স্বপ্নদোষ শুরু হয়নি এবং কিশোরী বলতে যাদের হায়েয[৯] বা মাসিক

৬. আল-কুরআন, ২২ : ৫

৭. মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সন্তানকে জানীন (جنين), ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে সাতদিন বয়সের সন্তানকে সাদীগ (صديغ), দুগ্ধপানকারীকে রাযী (رضيع), দুধ ছাড়ানো সন্তানকে ফাতীম (فطيم), নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারা সন্তানকে দারিজ (دارج), দুধের দাঁত পড়া সন্তানকে মাছগুর (مثغور), দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা সন্তানকে মুছছাগির (مثغر), দশ বছর অতিক্রমকারীকে মুতার'আরি' (مترعرع), ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী মুরাহিক/ইয়াফি (مراهق\يافع), স্বপ্নদোষ হলে তাকে হাযাওয়ার (حزور), উপর্যুক্ত সকল অবস্থাকে বলা হয় গোলাম (الغلام), গোঁফ কালো হলে তাকে বাকল (بقل), ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্য বয়সের লোককে শাববুন (شاب), ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে কাহলুন (كهل) এবং ষাট বছরের বয়সের পর সময়কে হারিম (هرم) বলে। দ্রঃ আবূ মানছূর আছ-ছা'লাবী, *ফিকহুল লুগাহ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১৭

৮. ইহ্তিলাম (احتلام): ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুতবেগে পুরুষ বা নারীর বীর্য নিসৃত হওয়াকে ইহ্তিলাম বলা হয়। দ্রঃ সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামী, ১৩৯৭ হি. পৃ. ১০১

ঋতুস্রাব হয়নি এমন মেয়েদেরকেই বুঝিয়েছেন।[১০] ইসলাম কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ না করে বিশ্বজনীন ও বাস্তবসম্মত নীতি হিসেবে বয়ঃপ্রাপ্তিকে চূড়ান্ত সীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ হিসেবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তারা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলো হলো ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় ইহতিলাম বা বীর্যপাত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

তোমাদের সন্তানেরা স্বপ্নদোষ[১১] হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছলে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।[১২]

এছাড়াও মেয়েদের হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব ও গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তি প্রমাণিত হতে পারে।[১৩]

উপর্যুক্ত লক্ষণগুলোর কোনটিই যদি কারো মধ্যে প্রকাশিত না হয়, সে ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের মাধ্যমে বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করা যায়। তবে ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর-কিশোরীর বয়সের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও মালিকী আইনবিদদের মতানুযায়ী, যে ছেলের ইহতিলাম বা বীর্যপাত হয়নি, তার আঠার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যে মেয়ের ইহতিলাম বা বীর্যপাত

৯. হায়েয (حيض) শব্দের অর্থ প্রবাহ বা স্রাব। প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জরায়ু থেকে রোগব্যাধি ব্যতীত প্রতি মাসে কয়েকদিন যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই হায়েয বলে। দ্র. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিক্হী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১০. 'আলা-উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কাসানী, *বাদা'ইউস সানাঈ'*, করাচী : আদব মানযিল, ১৪০০ হি., খ. ৭, পৃ. ১৭২; মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, মিসর : কিতাবুশ শা'আব, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৯১; আল-হাত্তাব মুহাম্মদ আত্-তারাবিলসী, *মাওয়াহিবুল জালীল*, লিবিয়া : মাকতাবাতুন নাজাহ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৫৭-৫৯; আহ্মদ ইব্ন আলী ইবন হাজার আল-'আস্কালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ. ৫, পৃ. ৩৪৭

১১. আয়াতে الْحُلُمَ শব্দটি 'ইহতিলাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষ্য। এর অর্থ স্বপ্নদোষ। (ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, বৈরূত: দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, খ.১২, পৃ.১৪৫)

১২. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৯

১৩. আল-হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ২, পৃ. ১২

হয়নি, তার সতের বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিশোরী বলে গণ্য করা হবে।[১৪] অন্য দিকে কোন ছেলে-মেয়ের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, তাহলে পনের বছর বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা উভয়ই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ, হানাফী আইনবিদ ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ রহ. সহ অধিকাংশ আইনবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

অপরাধের আরবী আল-জারীমাহ (الجريمة)। ইংরেজীতে একে crime, offense বলা হয়।[১৬] আল-জারীমাহ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-জারাইম (الجرائم) , যা আল-জুরম (الجرم) থেকে উদ্ভূত। আল-জুরমু (الجرم) শব্দটির জীম অক্ষরে পেশ যোগে অর্থ পাপ (الذنب), সীমালঙ্ঘন (التعدى) ইত্যাদি।[১৭] ইসলামী আইনের পরিভাষায় অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[১৮]

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর বয়সে অবাঞ্ছিত ও সমাজ বিরোধী আচরণ সম্পাদন করাকেই বলা হয় কিশোর অপরাধ।[১৯] মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan বলেন, সমাজ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ।[২০]

১৪. আল-কাসানী, *বাদাই'উস সানাঈ'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২, ইব্ন হাজার 'আল-'আস্কালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৭; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্হুস সুন্নাহ*, আল-কাহেরা : দারুল ফাত্হ, ১৪২০হি., খ. ৩, পৃ. ২৮২; মুহাম্মদ আবূ-যাহরাহ, *আল-জারীমাহ*, আল-কাহেরা : দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩৭

১৫. আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২; ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৮; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-আশ্বাহ ওয়ান নাযাইর*, আল-কাহেরা : তাব'আ আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৭ হি., পৃ. ২৪০; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আত্-তাফসীরুল মুনীর*, দামিশ্ক : দারুল ফিক্র, ১৪১৮হি., খ. ৪, পৃ. ২৫০; মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ, *আল-জারীমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

১৬. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London : Macdonald and Evens Ltd, 1980, p.121

১৭. ইব্ন ফারিস, *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২১০; ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৪২০হি., খ. ২, পৃ. ১০৫

১৮. الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ আবুল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ২৭৩

১৯. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, ঢাকা : প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৪৪

২০. Dr. N. V. Pranjape, *Criminology and Penology*, ibid, pp. 486-87

আইনগত দিক থেকে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক আইন বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় কর্ম সম্পাদন করাকেই বুঝায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে কিশোর অপরাধের নির্ধারিত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সংজ্ঞায় বলা হয়,

> Juvinile Delinquency should be understood the commission of an act which is commited by an adult, would be considered a crime.[২১]
>
> কিশোর অপরাধ বলতে কমিশন সে কাজকে বুঝায়, যে কাজ একজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে কিশোর অপরাধের পরিচয়ে বলা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক সংঘটিত দেশীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকেই কিশোর অপরাধ বলে।

কৈশোরকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ স্তর শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানব সন্তানের উপর বিভিন্ন শর'ঈ বিধি-বিধান ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এর আগ পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা গায়রু মুকাল্লাফ বা বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতামুক্ত হিসেবে বিবেচিত। কেননা হাদীসে তিন ব্যক্তিকে শরী'আতের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলা হয়েছে,

> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
>
> তিন ব্যক্তি যাবতীয় দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ না বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।[২২]

সেজন্য আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনজনিত অথবা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্নকরণজনিত কারণে তাদের উপর শরী'আত নির্ধারিত হুদূদ[২৩] ও কিসাস[২৪] পর্যায়ের শাস্তি প্রযোজ্য

২১. C.N. Shankar Rao, *Sociology : Primary principles of Sociology*, S. Chand Limited, 2006, p. 543

২২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আল-মাজনূনু ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯ হি., খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৪৪০৩; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ৯, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং-৪৪০৩

২৩. হুদূদ (حدود): আরবী ভাষায় 'হুদূদ' শব্দটি 'হদ্দ' এর বহুবচন। ইসলামী আইনের পরিভাষায় হদ্দ হলো আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। দ্র. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৯২ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৩৬

২৪. কিসাস (قصاص): শব্দটি قص শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সমতা বা সাদৃশ্য বিধান, কর্তন করা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারী বা

নয়। তবে জনস্বার্থে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদেরকে সংশোধনমূলক তা'যীরী[২৫] শাস্তি প্রদান করার নির্দেশনা ইসলামী আইনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ...

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সের পর সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে।[২৬]

এ প্রসঙ্গে ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির এর অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোর ব্যভিচার অথবা চুরি অথবা ডাকাতির মতো অপরাধ করলে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী বলে গণ্যই করা হবে না- এমনটি মনে করা সঠিক নয়, কেননা তা হবে আইনের অপব্যাখ্যা মাত্র। বরং উত্তম হলো যে, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অপরাধের ন্যায় শিশু-কিশোরের অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো- শর্তপূরণ না হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন হুদূদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। তবে কোন শিশু-কিশোর যদি শরী'আতের সুনির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য গুরুতর অপরাধ করে অথবা সুনির্দিষ্ট তা'যীরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন একটি অপরাধ সংঘটন করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[২৭] অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে কর্তৃক শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে তা'যীর প্রযোজ্য হয়।

আহতকারীকে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বলে। দ্র. ড. রাওয়াস কা'লাজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন, ১৪০৪ হি., পৃ. ৩৬৪; ড. সায়্যিদ হাসান 'আব্দুল্লাহ, *আল-মাকাসিদুশ শার'ঈয়্যাহ লিল 'উকূবাহ ফীল ইসলাম*, বৈরূত : দারু ইবন হাযম, ১৪২৭ হি., পৃ. ১৩৯

২৫. তা'যীর (تعزير): শব্দটি আল-'উযরু (العزر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, নিষেধ করা, সাহায্য করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় যে সব অপরাধের জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয় নি, সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে। দ্র. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৫

২৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইয়ুমারুল গুলামু বিস-সালাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫, হাদীস নং- ৪৯৫; হাদীসটি হাসান ও সহীহ (حسن و صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৪৯৫, হাদীস নং-৪৯৫

২৭. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, *আত্-তা'যীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল কাহেরা : দারুল ফিক্‌র আল-'আরাবী, ১৪২৮ হি., পৃ. ৫৮

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়। তথাপিও অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। যা অপরাধের নানাবিধ সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক। কিশোর অপরাধের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমানের ধর্মহীনতাই অন্যান্য অপরাধের ন্যায় কিশোর অপরাধের কারণ।[২৮] অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জনক কার্লমার্কস্ এর মতে, কিশোর অপরাধসহ সব ধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাব।[২৯] আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানের জনক সিজার লোমব্রোসো কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে জৈবিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[৩০] সমাজবিজ্ঞানী হিলি এবং ব্রোনার (Healy and Bronner) কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[৩১] বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তে মানুষের মনোজগতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩২]

জৈবিক কারণ

বংশগতি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক বৈশিষ্ট্য কিশোর অপরাধের অন্যতম একটি কারণ। শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেটিই তার বংশগতি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয় বংশগতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জন্মগতভাবে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তারা অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে।[৩৩] জন্মগত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলো যেমন মাথার খুলি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট বা বড়, গাঢ় ও ঘন ভ্রু, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত হাতের তালু, প্রশস্ত কান, ঘন চুল, লম্বা বাহু, চোখ বসা, হাত-পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, সংকীর্ণ

---

২৮. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, *অপরাধ বিজ্ঞান*, ঢাকা : মুহিত পাবলিকেশন, ২০১০ খ্রি., পৃ. ২৩৬

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. 'উবূদুস সিরাজ, *'ইলমুল ইজ্‌রাম ওয়া 'ইলমুল 'ইকাব*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় : ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি., পৃ. ১৮৩

৩১. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, ঢাকা : অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১২ খ্রি., পৃ. ২৭৪

৩২. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি., পৃ.২০৭-০৯; বোরহান উদ্দীন খান, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : প্রভাতী প্রকাশনী ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১১৩

৩৩. 'উবূদুস সিরাজ, *'ইলমুল ইজরাম ওয়া 'ইলমুল ইকাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

কপাল, অসামঞ্জস্য দাঁত, দুর্বল চিত্ত, ক্ষীণ বুদ্ধি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণহীন, অসৎ প্রকৃতি ও বেদনার প্রতি অতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি।[৩৪] উপর্যুক্ত ত্রুটিগুলো থেকে পাঁচটি ত্রুটি শিশু-কিশোরের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৩৫]

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী W. Healy শিকাগো শহরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কিশোর অপরাধীরদের ৩১% এর দৈহিক বিকাশ অস্বাভাবিক। এছাড়াও ইতালিতে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক অক্ষমতা দূর করা গেলে কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।[৩৬] তবে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে বংশগতিকে দায়ী করলে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, একই ব্যক্তির একাধিক সন্তানের মধ্যে ভিন্নধর্মী আচরণের জন্য কী কারণ দায়ী? যদি বংশগতিকেই অপরাধের কারণ মনে করা হয়, তাহলে মানুষ কেন তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে? কেননা বংশগতির বিষয়ে মানুষের কোন হাত নেই। আর আল্লাহ তা'আলার নীতি হলো একজনের ভার অন্য জনের উপর চাপিয়ে না দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।[৩৭]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

প্রত্যেক সন্তান ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে।[৩৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বংশগতি কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী নয়।

৩৪. *প্রাগুক্ত*; ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, আল-কাহেরা : দারু আহ্‌লিল কুরআন, ১৪২৩ হি., পৃ. ২২-২৩; Schafer Stephen, *Theories in Criminology*, New York : Raudom House, 1969, p. 120; বোরহান উদ্দীন খান, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; বি. এল. দাস, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৭৬।

৩৫. ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৬. মো: আমিনুল হক, *বিকাশ মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৪১

৩৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৪

৩৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৭৮

৩৯. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ : মাকীলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩ হি., খ. ১, পৃ. ৩০৩, হাদীস নং-১৩৮৫

পারিবারিক কারণ

কিশোর অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবসময় পরিবারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। কেননা পরিবার মানুষের আদি সংগঠন এবং সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। পরিবারের সূচনা হয় স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে। আর পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তানের জন্ম হয় এবং বিকাশ লাভ করে। সন্তানের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য পিতামাতার মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন একান্ত অপরিহার্য। পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে, যা পরিণামে শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।[৪০] অনুরূপভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যদি অনৈতিক বা সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাহলে পরিবারে কিশোর অপরাধ সমস্যা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।[৪১] তেমনিভাবে ভগ্ন পরিবার ও কিশোর অপরাধের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ভগ্ন পরিবারে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরিবারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শিশু-কিশোররা ত্রুটিপূর্ণ আচার-আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে উঠে।[৪২] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আফসার উদ্দিন কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধীদের শতকরা ৩৭ ভাগ ভগ্ন পরিবার থেকে আগত।[৪৩] অন্যদিকে বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন নিম্নমানের গৃহায়ণ ও বস্তি এলাকার পরিবেশে শিশু-কিশোররা জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিচ্যুত আচরণ দ্বারা তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পুরণে সচেষ্ট হয়। এভাবেই বাসস্থানের খারাপ পরিবেশ কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়।[৪৪]

৪০. আহ্‌মাদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রিয়া'আতুল ইজ্‌তিমা'ইয়াহ লিল্ আহ্‌দাছিল জানিহাইন*, দামিশক : মাতবা'আতুল ইন্‌শা, ১৪০০ হি., পৃ. ১৮০-১৮১; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৪১. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; আহ্‌মাদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রিয়া'আতুল ইজ্‌তিমা'ইয়াহ লিল আহ্‌দাছিল জানিহাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

৪২. আব্দুল হামীদ আশ-শাওয়ারাবী, *জারাঈমুল আহদাছ*, আল-ইস্কান্দারীয়া : দারুল মাতবা'আতিল জামি'ঈয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ২১; আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৪৩. ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা : লেখা-পড়া, ২০১১ খ্রি., পৃ. ২৮৬

৪৪. আহ্‌মাদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রি'আয়াতুল ইজ্‌তিমা'ইয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৪; আনোয়ার মুহাম্মদ আশ-শুরকাবী, *ইনহিরাফুল আহ্‌দাছ*, আল-কাহেরা : দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৯৯-১০৮; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কিশোর অপরাধের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। দরিদ্রতা ও সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিশোর অপরাধ সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দরিদ্রতার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কিশোররা বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ স. কুফরীর পাশাপাশি দরিদ্রতা থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

اللهم اني اعوذبك من الفقر و الكفر

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪৫]

অন্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে, كاد الفقر أن يكون كفراً দরিদ্রতা কুফরী ডেকে আনে।[৪৬]

তেমনিভাবে সম্পদের প্রাচুর্যের অপব্যবহার শিশু-কিশোরদেরকে অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ এ বাস্তবতাকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ﴾

আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।[৪৭]

সামাজিক কারণ

কিশোর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বিধায় আবাসিক পরিবেশ, সঙ্গীদের প্রভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি সামাজিক উপাদানগুলো শিশু-কিশোরদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ক. আবাসিক পরিবেশ : শিশু-কিশোরদের নৈতিক ও সামাজিক আচরণের উপর আবাসিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যই বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ (যেমন ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা) কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ধাবিত করতে পারে। বিভিন্ন আবাসিক এলাকার উপর পরিচালিত গবেষণামূলক জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, বস্তি এলাকার বিরাজমান সামাজিক

৪৫. আস-সুয়ূতী, *শারহু সুনানিন নাসাঈ*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী তা.বি., খ. ৮, পৃ. ২২৬; শায়খাইন এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) , আল-হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, অধ্যায় : আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : আদ্ দু'আ ওয়াত তাকবীর ওয়াত তাহলীল ওয়াত তাসবীহ ওয়ায যিকর, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ : ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ৪৯২, হাদীস নং-১৮৯৯

৪৬. আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : আল-হাছছু 'আলা তারকিল গিল্লি ওয়াল হাসাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১৪, পৃ, ১২৫, হাদীস নং-৬৩৩৬; হাদীসটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহ্দাছিল যা'ঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাছছায়িয ফীল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি., হাদীস নং-৪০৮০

৪৭. আল-কুরআন, ৪২ : ২৭

পরিবেশই অপরাধমূলক আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেননা বস্তি এলাকার লোকজন সাধারণত অস্থায়ী বাসিন্দা হয় এবং তারা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সংযোগ ও সংহতি থাকে না। এরূপ পরিবেশে শিশুরা গৃহের বাইরে অবাধে অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়।[৪৮]

খ. সঙ্গদল : কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সঙ্গদলের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমবয়সীদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা অত্যন্ত সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, যা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে তা করতে পারে না।[৪৯] সুতরাং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ অসৎ প্রকৃতির বা অপরাধপ্রবণ থাকলে তাদের প্রভাবে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।[৫০] রাসূলুল্লাহ স. ভাল ও খারাপ প্রকৃতির সঙ্গীর সাথে উঠা-বসার বাস্তব পরিণতি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরে বলেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

ভাল মানুষের সাহচর্য লাভকারী ব্যক্তি মিস্ক সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রেতার ন্যায়। সে যদি তোমাকে মিস্ক নাও দেয়, তবে এর একটু ঘ্রাণ তোমার নিকট পৌঁছবেই। আর মন্দ লোকের সাহচর্য অবলম্বনকারী কর্মকারের ন্যায়। কর্মকারের হাপরের ময়লা তোমার গায়ে না লাগলেও একটু ধুয়া হলেও তোমার গায়ে লাগবে।[৫১]

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা : সামাজিক পরিবেশে পরিবারের ভূমিকার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব শিশু-কিশোরদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এসকল প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেমন শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, সততা, আন্তরিকতা, ছাত্র শিক্ষকের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চেতনা কার্যত অনুপস্থিত।[৫২] এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য গঠনমূলক চিত্তবিনোদন, খেলা-ধুলার সুযোগ

৪৮. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ২১২

৪৯. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, পৃ. ৬৫২

৫০. আদনান আদ-দূরী, *আস্‌বাবুল জারীমা ওয়া তবী'আতুস সুলূকিল ইজরামী*, কুয়েত : মানশুরাতু যাতিস সালাসিল, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৩০৬; আনোয়ার মুহাম্মদ, *ইনহিরাফুল আহদাছ*, আল-কাহেরা : দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ১১৫-১১৬

৫১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : মান ইয়ুমারু আন ইয়ুজালিসা, খ. ৩, পৃ. ১৮৬-১৮৭, হা-৪৮২৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৯; হাদীস নং-৪৮২৯

৫২. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

সুবিধা ও শিক্ষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও প্রকট। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি শিশু-কিশোরদের রুচি ও সামর্থ্যের অনুপযোগী হলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা নানা অপরাধমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। যেমন স্কুল পালিয়ে তারা রাস্তায় ঘোরাফিরা করে এবং ইভটিজিং, আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও বিপণনসহ নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ. সামাজিক শোষণ বঞ্চনা : বর্তমানে জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পেশা গ্রহণে ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারার কারণে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে তাদের মনে তীব্র হতাশা ও নৈরাশ্য দানা বাঁধে, যা এক পর্যায়ে সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আক্রোশে রূপ নেয়। এমন পরিস্থিতে এই ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং অপরাধমূলক আচার আচরণে লিপ্ত হয়।[৫৩]

ঙ. ভৌগোলিক পরিবেশ : কিশোর অপরাধের সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মরু এবং গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার মানুষ সাধারণত রুক্ষ স্বভাবের ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। এছাড়াও অরণ্যে ঘেরা দূর্গম পাহাড়ী এলাকা, চরাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলক অপরাধপ্রবণ হয়।[৫৪] অপরাধবিজ্ঞানী ডেক্সটারের মতানুযায়ী, বায়ুর চাপের সাথে মানুষের স্নায়ুবিক চাপ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তার ফলে ব্যারোমিটারে পারদের উঠা-নামার সাথে অপরাধ প্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[৫৫] অন্যদিকে জলবায়ুর প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক শিশু-কিশোর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে উদ্বাস্তু ও ভাসমান হিসেবে বেড়ে উঠে। বিধায় জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এসব কিশোরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৫৬]

চ. ঘন ঘন কর্মসংস্থান পরিবর্তন : পিতা-মাতার ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে শিশু-কিশোররা নতুন নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সহজেই তা অনুসরণ করতে পারে না এবং তাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠে। ফলে এটি শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।[৫৭]

৫৩. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩; ইব্রাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৫৪. ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫৫. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

৫৭. ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

ছ. গণমাধ্যমের প্রভাব : বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউবের ন্যায় গণমাধ্যমগুলো শিশু-কিশোরদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই উক্ত গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা যথেষ্ট সচেতন না হলে কোমলমতি শিশু-কিশোররা অপরাধে লিপ্ত হতে পারে। বিশেষ করে কুরুচিপূর্ণ যৌন আবেগে ভরপুর ম্যাগাজিন ও পত্রিকা কিশোর-কিশোরীদের মন-মানসিকতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যৌন রসে সিক্ত সিনেমা, বিজ্ঞাপন চিত্র, ফ্যাশন শো-এর নামে টেলিভিশনে প্রদর্শিত যৌন আবেদনময়ী অনুষ্ঠানমালা আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও মানসিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিপথগামী করে তোলে।[৫৮] এছাড়াও টেলিভিশনে প্রদর্শিত দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সিরিয়াল, ভায়োলেন্স এবং অপরাধের নানা কলা-কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিশোর-কিশোরীরা অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।[৫৯] অধুনা সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীরা আশঙ্কাজনক হারে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।[৬০]

জ. মাদকাসক্তি : মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তিও অনেক ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধের উৎপত্তি ঘটায়। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হতে পারে।[৬১] এছাড়াও মাদকদ্রব্য পাচার ও বিপণনের কাজে কিশোর-কিশোরীরা জড়িত থাকার কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে পারে এবং দেখা দিতে পারে নানা ধরনের অপরাধ। এজন্যই মাদকদ্রব্যকে বলা হয়েছে, أم الخبائث অর্থাৎ সকল প্রকার খারাপ কাজের সূতিকাগার।[৬২] কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে সে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী-শিশু নির্যাতন, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, আত্মহত্যা, পকেটমারা ইত্যাদি বড় বড় সামাজিক

৫৮. আলী মুহাম্মদ জা'ফর, *আল-আহদাছ আল-মুনহারিফুন*, বৈরূত : আল-মু'য়াসসাতুল, জামি'ইয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ৮৭; আদনান আদ-দূরী, *আসবাবুল জারীমা ওয়া তবয়িাতুস সুলূকিল ইজরামী*, পৃ. ৩৩৮; আহমাদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রিয়া'আতুল ইজতামা'ইয়াহ লিল আহদাছিল জানিহাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৫৯. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০; ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯; ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৬০. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৬১. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৬২. ইমাম আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিবা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং-৪৫৬৬

অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিমুখ করে রাখে এবং পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয় । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?[৬৩]

মদপানের ভয়াবহতা ও অনিষ্টতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'উছমান রা. বলেন, 'পূর্ববর্তীকালে একজন ভালো লোক সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত। একজন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা করলো। তখন সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি মহিলার ঘরে প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। একজন সুন্দরী মহিলা, একটি সুদর্শন বালক ও এক পেয়ালা মদ দেখিয়ে মহিলাটি বললো, আমি প্রস্তাব করব, তার কোন একটি গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই। হয় এই সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে হবে, নয়তো এ সুদর্শন বালককে হত্যা করতে হবে, আর না হয় মদ পান করতে হবে। লোকটি ভেবে দেখল, তিনটি অপরাধের মধ্যে মদ পান অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। অতএব, লোকটি মদ পান করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর সে বললো, আমাকে মদ দাও। তখন তাকে মদ পান করতে দেয়া হলো। সে অধিক মদ পান করে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো এবং এক পর্যায়ে বালকটিকেও হত্যা করলো।'[৬৪]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মদ পানকারী শুধু নির্দিষ্ট একটি অপরাধের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তার দ্বারা অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

৬৩. আল-কুরআন, ৫ : ৯১

৬৪. إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ
দ্রঃ ইমাম আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদ : যিকরুল আছামি আল-মুতাওয়াল্লিদাতি আন-শুরবিল খামরি মিন তারকিস সালাওয়াত, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি., পৃ. ২৮২, হাদীস নং-৫৫৭২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি নাসাঈ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১২, পৃ. ১৬৬; হাদীস নং-৫৬৬৬

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানসিক গুণাবলির সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। এজন্যই প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড[৬৫] অবদমিত কামনাকে অপরাধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৬] এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্যটিও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন "বেশির ভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন বঞ্চনা এবং নিপীড়নের কারণে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে মনের কোমল অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে তার বদলে জন্ম নেয় হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব।"[৬৭] এছাড়া ব্যক্তিগত আবেগীয় সমস্যাও কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কিশোররা খুব সহজেই অনিয়ন্ত্রিত আবেগে আক্রান্ত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও চাহিদা পুরণের মাধ্যমে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয় এবং অপরাধ সংঘটন করে।[৬৮] এজন্যই মার্কিন মনোবিজ্ঞানী হিলে ও ব্রুনার কিশোর অপরাধের জন্য বাধাগ্রস্ত আবেগকে দায়ী করেছেন।[৬৯]

কিশোর অপরাধ সংঘটনে উপর্যুক্ত কারণগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে কিশোর অপরাধের প্রধান ও মূল কারণ হলো মানসিক। কেননা মানুষের প্রতিটি কর্মই মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে।[৭০] আর মানসিক বিকাশ সঠিক ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হলে শিশু-কিশোরদের আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং তাকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। মানব মন মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

৬৫. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, Sigmund Frud, ১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জেকব ফ্রয়েড এবং মাতার নাম এ্যামিলিয়া নাথানস। তিনি ১৮৭৩ সালে ১৭ বছরে বয়সে ডাক্তারী পড়তে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৮১ সালে ২৫ বছর বয়সে ডাক্তারী পাশ করে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মারা যান। দ্রঃ Encyclopedia Americana, U.S.A : Americana Corporation, 1924, vol. 12, p. 83-87; Calrin S. Hall, *Frcudian Psychology*, New York : The World Publishing Company, 1954, pp. 3-11; ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২০৯

৬৬. Robert C. Trojanowicz, *Juvenile Delinquency Concepts and Controls*, New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1978, p. 55.

৬৭. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

৬৯. ড. এ.এইচ.এম মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৭০. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বাদউল ওয়াহী, অনুচ্ছেদ : কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৯, হাদীস নং-১

এর সুষ্ঠু লালন ও বিকাশ সাধন করলে তা ভাল কাজ সম্পাদন করে। আর লালন পালন ও বিকাশ সাধনে ত্রুটি হলে তা দ্বারা মন্দ কর্ম বা অপরাধ সংঘটিত হয়। মনের এ বিপরীতমূখী দ্বিবিধ আচরণের বাস্তব তত্ত্ব তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا – فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا – قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا – وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

প্রাণের শপথ, আর শপথ সে সত্তার, যিনি তাকে সুসংহত করেছেন। অতঃপর তাকে দিয়েছেন ভাল-মন্দের অনুভূতি। যে তাকে পরিচ্ছন্ন রেখেছে, সে নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে মলিন করেছে।[৭১]

নু'মান ইবন বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান শুনে রেখো, দেহ বা শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ ও ভাল থাকে তখন সমস্ত দেহ ও শরীর ভাল থাকে এবং তা যখন নষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ ও শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো ক্বালব বা অন্তর।'[৭২]

কিশোর অপরাধের প্রতিকার

কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সঠিক পন্থায় শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণেই মূলত কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়। এ ছাড়াও যে সব কারণে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিকার করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ইসলাম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আর সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় নিয়েছে বাস্তবসম্মত নানা পদক্ষেপ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বুঝায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যেসব কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়, সেগুলোকে আগে থেকে দূর করাই এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] মানবজীবন কতগুলো স্তর বা ধাপের সমষ্টি। জীবন পরিক্রমায় এই স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। শিশু-কিশোরদের জীবন-প্রকৃতি বড়দের

৭১. আল-কুরআন, ৯১ : ৭-১০

৭২. দ্র: ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফাদুল মান্ ইসতিবরাহা লি দীনিহি ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩, হাদীস নং-৫২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি ইবন মাজাহ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং-৩৯৮৪

৭৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

থেকে আলাদা। তাদের চাহিদা এবং বিকাশকালীন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও ভিন্নতর। বিধায় পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা যেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য যেসব কার্যকারণ অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে তাদেরকে উৎসাহিত করে অথবা তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাদেরকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর কতিপয় আবশ্যকীয় দায়িত্বারোপ করেছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. পরিবারের দায়িত্ব

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উত্তম স্থান হলো পরিবার। জন্মের পর শিশু পারিবারিক পরিবেশে মাতা-পিতার সংস্পর্শে আসে। শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি পরিবারেই রচিত হয়। তাই তাদের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এজন্যই ইসলাম শৈশবকাল থেকে ঈমানের শিক্ষা, 'ইবাদতের অনুশীলন, ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন ও নৈতিকতা উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে পরিবারের উপরে। যাতে করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোররা অপরাধমুক্ত থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এবং তাদের পরিজনদের অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[৭৪]

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম কুরতুবী রহ. লিখেছেন যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, সমস্ত কল্যাণকর জ্ঞান ও অপরিহার্য শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া আমাদের কর্তব্য।[৭৫]

অনুরূপভাবে মহানবীর স. হাদীসেও শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সামাজিকীকরণে পরিবারের দায়িত্বের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

প্রত্যেকেই নিজ পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানাদির অভিভাবক। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৬]

৭৪. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

৭৫. فعلينا تعليم اولادنا واهلينا الدين والخير و ما لا يستغني عنه من الادب দ্র: মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহ্কামিল কুরআন*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হি., খ. ১৮, পৃ. ৪২০

৭৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-মারআতু রাইয়াতুন ফী বাইতি জাওযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬, হাদীস নং-৫২০০

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

পিতা তার নিজের সন্তানকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।[৭৭]

অতএব, বলা যায় যে, কিশোর-কিশোরীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে পরিবার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ যোগায়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কেননা তারাই শিশু-কিশোররের সামনে বহির্বিশ্বের বাতায়ন প্রথম উন্মুক্ত করে দেয় এবং সন্তানের অনুপম চরিত্র গঠনের কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

২. ঈমানের শিক্ষা

ঈমান[৭৮] মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানবজাতিকে ঈমানের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। জাগতিক জীবনের প্রকৃত শান্তি, বিশুদ্ধ জীবনযাত্রা, সামগ্রিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি সবকিছুর সফলতা প্রকৃত অর্থে ঈমানের বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভরশীল। ঈমান হলো সকল প্রকার অপরাধ প্রতিরোধক। অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ঈমানের ভূমিকা অপরিসীম। যার হৃদয় মনে ঈমান সক্রিয় ও জাগরুক থাকে, সে কখনোই কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান লংঘন করে অপরাধে লিপ্ত হতে পারে না। তবে ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। যারা নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের প্ররোচনায় সকল প্রকারের পাপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। কেননা যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের নীতি গ্রহণ করবে, শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কর্মেরই আদেশ করবে।[৭৯]

কেবলমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। এজন্যই শিশু-সন্তান যখন প্রথম কথা বলতে শুরু করে, তখন ঈমানের প্রশিক্ষণ হিসেবে পিতা-মাতার উচিৎ, সন্তানের মুখ দ্বারা সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম উচ্চারণ করানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

৭৭. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল মাক্কিয়ীন, বাব-১৩, *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ৩০, পৃ. ৪২০; হাদীস নং-১৪৮৫৬, হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক*, মক্কা আল-মুকাররামা : মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আল-বায, ১৪২০ হি., খ. ৭, পৃ. ২৭৩৯, হাদীস নং-৭৬৭৯

৭৮. ঈমান শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস করা। পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মহান রবের থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ ও বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে। দ্র. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-ফারহারী, *আন-নিবরাস*, দেওবন্দ : আল-মাকাতাবাতুল আশরাফিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪৬-৪৯

৭৯. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله

তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শুরু করবে এই বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।[৮০]

একদা রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা।[৮১] উক্ত হাদীসে ঈমানকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে চিহ্নিত করার মূলে ছিল, তার সর্বোত্তম কল্যাণের ধারক হওয়া এবং যাবতীয় অন্যায় অকল্যাণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করা।[৮২]

এছাড়াও সন্তানদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাতে হবে। এ বিষয়ে লুকমান হাকীমের উপদেশগুলো প্রণিধানযোগ্য। যা প্রতিটি মানবসন্তানের ঈমানকে সুদৃঢ়, কর্মকে পরিশুদ্ধ, চরিত্রকে সংশোধন ও সামাজিক শিষ্টাচারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আল-কুরআনে উক্ত উপদেশাবলি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(হে নবী, স্মরণ করো) যখন লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক গুরুতর অপরাধ।[৮৩]

এভাবে অভিভাবকগণ পর্যায়ক্রমে সন্তানদের সামনে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের প্রতিটি পর্যায় যেমন কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের পরিচয় অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরে সেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে সন্তানের ঈমান হবে সুদৃঢ়। আর ঈমান দৃঢ় ও শিরকমুক্ত হলে নৈতিক গুণাবলি অর্জন তার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে।

৩. ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলি

৮০. ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : হুকমূল আওলাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১৮, পৃ. ১৬২, হাদীস নং-৮৩৯৭

৮১. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ দ্র: ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মান কালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল 'আমল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭

৮২. যয়নুদ্দীন ইবন রজব, *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম শারহু খামছীনা হাদীছান*, মিসর : মুস্তফা আল-হালাবী, ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ২১

৮৩. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। যে জ্ঞানের কল্যাণেই মানবজাতি সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। সেটি হলো কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। হাদীস তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।[৮৪]

বস্তুত জ্ঞানার্জন দীনকে ভালভাবে উপলব্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দীনের কল্যাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে জ্ঞানার্জনের উপর। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে।[৮৫]

সুতরাং মাতা-পিতা সন্তানকে ঈমানের শিক্ষা প্রদানের পর ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করবেন এবং তাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। যাতে করে তারা অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা ভাল-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে অপরাধকর্ম থেকে।

৪. 'ইবাদত অনুশীলন

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে 'ইবাদতের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। 'ইবাদত বলা হয় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহর আনুগত্য করা। ব্যাপক অর্থে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার নামই 'ইবাদাত।[৮৬] ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত যথাক্রমে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছে এবং প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহর অনুগত বান্দাহ বানানো।[৮৭] যেমন সালাত মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহদের

৮৪. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মাহমূদ মুহাম্মাদ মাহমূদ হাসান নাস্‌সার, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল 'উলামা ওয়াল-হাছছু 'আলা তলবিল 'ইলম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং-২২৪; ইমাম বায়হাকী হাদীসটির মতনকে মাশহুর (مشهور) এবং সনদকে য'ঈফ (ضعيف) বলে আখ্যায়িত করেছেন; ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফী তলবিল 'ইলম, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং-১৬১২

৮৫. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮

৮৬. ড. ইউসূফ হামিদ আল-'আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* রিয়াদ : আদ-দারুল 'আলামিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামী, ১৪১৫ হি., পৃ. ২৩৪

৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সৃষ্টি করে। যা তাদেরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৮৮]

সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। যা মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[৮৯]

এভাবেই 'ইবাদত পালনের মাধ্যমে যাবতীয় অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম। মাতা-পিতা শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে তারা কুপ্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ কর্মে লিপ্ত না হয় এবং পরবর্তী জীবনে 'ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়। শিশু-কিশোরদের উপর সালাত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ স. সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়ে বলেন,

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[৯০]

৫. নৈতিকতার উন্নয়ন

চরিত্র মানুষের উত্তম ভূষণ। মানুষের আচার-আচারণ ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তাকে আখলাক বা চরিত্র বলে।[৯১] বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ইমাম গাযালী রহ. চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'চরিত্র হলো মানব মনে প্রোথিত এমন অবস্থা, যা থেকে কোন কর্ম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই

৮৮. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

৮৯. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩

৯০. দ্র: আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত

৯১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪ হি., পৃ. ৮১

অনায়াসে প্রকাশিত হয়।[৯২] আর মানুষের আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা আদর্শের আলোকে গড়ে উঠলে তাকে বলা হয় নৈতিকতা। শৈশবকাল থেকেই মূলত নৈতিকতা বিকশিত হওয়া শুরু হয় এবং কৈশোরকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।[৯৩] শিশু-কিশোরের নৈতিকতার উন্নয়নে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে পরিবারের ভূমিকাই মূখ্য। মা-বাবা নৈতিকতা মেনে চললে এবং শিক্ষা দিলে শিশু-কিশোররা তা অনুকরণ করে মেনে চলতে শিখবে। এভাবে তারা চরিত্র গঠনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারলে কিশোর অপরাধ প্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চরিত্র গঠনের উত্তম গুণাবলি যেমন তাক্ওয়া, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানতদারিতা, সবর, ইহসান, বিনয়, নম্রতা, উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানকে শিক্ষা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে উদ্দেশ্য করে লুকমান আ.-এর উপদেশগুলো সকল পিতা-মাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। যা আল-কুরআনে সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ
✯ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
✯ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ﴾

হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবে, এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[৯৪]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. সন্তানদেরকে শৈশবকাল থেকে শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فإذا بلغ ست سنين أدب **'আর যখন সন্তান ছয় বছর বয়সে পদার্পণ করবে, তখন তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।'**[৯৫]

---

৯২. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. দ্রঃ আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, তা.বি, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

৯৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৯৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭-১৯

৯৫. আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৭, হাদীছটি সাহীহ নয়। ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রাহ. একে ইমাম গাযালীর 'ইহয়াউ 'উলুমিদ্দীন'-এ উল্লেখিত সে সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলোর তিনি কোনো সনদ খোঁজে পান নি। (তাজুদ্দীন আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ইয়াতিল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৩১৮)

পিতা-মাতা সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিবেন যেমন খাবার, পানাহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচার সহ যাবতীয় আদব শিখাবেন। যা তাদের নৈতিকমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে 'উমার ইবন আবী সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি শৈশবকালে রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ স. আমাকে বললেন,

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

হে বালক! আল্লাহর নাম বলো, ডান হতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।[৯৬]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সে পরিবেশটিকে যথাসম্ভব সবদিক থেকে স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হবে। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতা-মাতার কলহ-দ্বন্দ্ব যেন সন্তানদেরকে স্পর্শ না করে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিশু-কিশোরদেরকে অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখতে সুস্থ গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন উপকারী খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আনন্দ ভ্রমণ প্রভৃতি।[৯৭] তাদের নিত্যসঙ্গী, খেলাধুলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সেদিকে পিতা-মাতাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা বন্ধু ভাল না হলে জীবন-জগৎ ও পরকাল সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলাম বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্বারোপ করেছে।

এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ স.-কে ভাল লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

নিজেকে তুমি তাদেরই সংস্পর্শে রাখবে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরে নিয়ো না; যার চিত্তকে বা অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।[৯৮]

---

৯৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আত্'ইমা, অনুচ্ছেদ : আত-তাসমীয়াতু 'আলাত ত্ব'আমি ওয়াল আকলু বিল ইয়ামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯, হাদীস নং-৫৩৭৬

৯৭. আশ-শায়খ আস'আদ মুহাম্মদ, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরূত : কালিম আত্ত্বয়্যিব, ১৪১৮ হি., খ. ৪, পৃ. ৯৮

৯৮. আল-কুরআন, ১৮ : ২৮

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ

মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা বন্ধু গ্রহণ করবে, তারা যেন পর্যবেক্ষণ করে তা গ্রহণ করে।[৯৯]

সমাজের দায়িত্ব

শিশু-কিশোররা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজেরও রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজে যদি অন্যায়-অনাচার অবাধে চলতে থাকে, তাহলে শিশু-কিশোররা তা অনুসরণ করে অপরাধ প্রবণ হতে পারে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে কেবলমাত্র শিশু সমাজকে উন্নত করলেই চলবে না; বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন করতে হবে। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আচরণ, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান্নোনয়ন হলে স্বাভাবিকভাবেই তখন অপরাধ সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্যই ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى .وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, দূরবর্তী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।[১০০]

ইসলাম সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অপকর্ম প্রতিরোধ করে সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিময় ও কল্যাণকর রাখার জন্য ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন,

৯৯. ইমাম আহমাদ, *আল মুসনাদ*, অধ্যায় : বাকী মুসনাদিল মুকাছ্ছিরীন, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আবী-হুরায়রাহ, *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ১৬, পৃ. ২২৬, হাদীস নং-৭৬৮৫; ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান ও গরীব (حسن و غريب) বলেছেন এবং ইমান নববী রহ. সনদকে সহীহ (صحيح) বলেছেন; মুহাম্মাদ আত্-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ৮৭, হাদীস নং-৫০১৯

১০০. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল অবশ্যই হতে হবে, যারা মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে।[১০১]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা কল্যাণকর ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।[১০২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স. সমাজে অন্যায়, অপকর্ম হতে দেখলে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় ও গর্হিত কাজ করতে দেখলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। এতে সক্ষম না হলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) প্রতিহত করে, তাতেও সক্ষম না হলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহিত করার চেষ্টা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[১০৩]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মু'মিনের দায়িত্ব হলো নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করবে ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যকেও ভাল কাজে উৎসাহ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন, সমাজ সেবামূলক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন ও ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন শিশু-কিশোরদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

মানব জীবনে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের পরিচয় লাভের জন্য শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যক। আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তাকে সঠিকভাবে

১০১. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

১০২. আল-কুরআন, ৫ : ২

১০৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু কাওনিন নাহী 'আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযীদু, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং-৭৮

মানতে হলে শিক্ষা লাভের বিকল্প নেই। এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু-কিশোরদের মানবিক বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়। তাদের মেধা, মনন ও রুচি উৎকর্ষ লাভ করে এবং আচার-আচরণ হয় পরিশীলিত ও মার্জিত। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে শিশু-কিশোররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং এখানেই তাদের শিক্ষার মূল ভিত রচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায়তনে শিশু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, পরবর্তী জীবনে তার চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে তাই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। শিশু-কিশোররা তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে যা শিখে তাই তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। পারিবারিক পরিবেশে যদি এর সমর্থন মিলে তাহলে তা তার চরিত্রে প্রোথিত হয়ে যায়। অতএব, অভিভাবক যদি মনে করেন যে, নৈতিকতা সম্পন্ন করে তিনি তার সন্তানকে গড়ে তুলবেন তাহলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহপাঠী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ; তাদের জীবন-দর্শন, তাদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা এগুলো শিক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন রহ. বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

নিশ্চয়ই এই 'ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং কার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করছ তা সতর্কতার সাথে দেখে নিবে।[১০৪]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখান-সেখান থেকে এবং যার-তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ সমীচীন নয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকের মান কাঙ্ক্ষিত না হলে শিশু-কিশোররা বিপথগামী হতে পারে। ইসলাম জ্ঞানার্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিক্ষালাভকে সকলের মৌলিক ও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। আল-কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে শিক্ষার বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾

[১০৪]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, খ. ১, পৃ. ১৪; ইবনু সীরান রহ. এর উক্তি হিসেবে এটি সহীহ (صحيح) যেমনটি আল-আলবানী *মিশকাতুল মাসাবীহ*-এর তাহকীক-এ উল্লেখ করেছেন। *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-২৭৩; তবে এটি রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস হিসেবে খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); দ্র. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুয যঈফাহ*, হাদীস নং-২৪৮১

আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনান, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করেন, তোমাদেরকে আল-কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। আর যা তোমরা জানোনা, সেগুলো শিক্ষা দেন।[১০৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

(তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকেই কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানাশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা সতর্ক করতো, যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে।[১০৬]

এই আয়াতটিকে ইমাম কুরতুবী রহ. জ্ঞান শিক্ষার মৌলিক দলীল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০৭] আলোচ্য আয়াতে 'ইলম শিক্ষার প্রকৃতি, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব কী হবে তা বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের নির্দেশনা হাদীসেও এসেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

মানুষেরা তোমাদের অনুসরণ করবে এবং দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে তোমাদের কাছে ছুটে আসবে । তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমার তাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ (শিক্ষা) দিবে।[১০৮]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের উপযোগী কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারলে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখা যাবে এবং তারা নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে।

[১০৫]. আল-কুরআন, ২ : ১৫১

[১০৬]. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

[১০৭]. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামিউ' লি আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৬০৪

[১০৮]. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীল ইসতীসাই বিমান তুলাবাল 'ইলমা, পাগুক্ত, পৃ. ৬৬০, হাদীস নং-২৬৫০; হাদীসটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০, হাদীস নং-২৬৫০

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্র বা সরকার সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা তাদের সামাজিক জীবনের আইন-শৃংখলা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। বিধায় শিশু-কিশোরদের সামাজিক বিকাশ রাষ্ট্র দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু-কিশোর একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে অপরাধে লিপ্ত হোক এবং সমাজকে কলুষিত করুক এটি কারো কাম্য নয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার শিশু-কিশোরদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন সব শিশু-কিশোরের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিত করা এবং পাঠ্যসূচীতে নৈতিকতার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশুপার্ক, শিশু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও খেলার মাঠ গড়ে তোলা এবং গণমাধ্যমে অশ্লীলদৃশ্য প্রদর্শন আইন করে বন্ধ করা। অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোরদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অন্যায় অপকর্ম প্রতিরোধ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্র কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারে যাবতীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে। যা সমাজে কার্যকর করতে পারলে কিশোর অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। সেজন্যেই ইসলাম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য কিছু মৌলিক কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।[১০৯]

[১০৯.] আল-কুরআন, ২২ : ৪১

উক্ত আয়াতে সালাত কায়েমের নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত শারীরিক 'ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, সরকার রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক 'ইবাদত পালনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করবে, যাতে করে শিশু-কিশোর সহ প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। তেমনি যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর সহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করবে। সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন এবং সমস্ত খারাপ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দান ও তা মূলোৎপাটন করা রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য।

সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। যে সকল কিশোর-কিশোরী অল্প বয়সের কারণে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অপরাধের সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ করতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পন্থা অবলম্বন করেছে। এরপরও যদি মানবীয় দুর্বলতা ও শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে অপরাধের কারণ, অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিবেচনায় নিয়ে শিষ্টাচারমূলক তা'যীরী শাস্তি প্রয়োগ করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। যাতে করে তারা পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

কিশোর অপরাধের বিচারকাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় বয়স্কদের মতো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করে সহানুভূতিশীল ও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালতে বিচার পরিচালনা করাই শ্রেয়। শিশু-কিশোরদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশনা মহানবীর স. হাদীসেও পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا

যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১১০]

কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান ও শুনানী সম্পন্ন করে সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে বিচারের রায় দেয়া। অপরাধে লিপ্ত শিশু-

[১১০.] ইমাম আত্-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির-ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী রহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬, হাদীস নং-১৯১৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬২৫, হাদীস নং-৭৩৫৩

কিশোরদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত রেখে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ প্রদান এবং একজন উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের আইনসম্মত সুযোগ প্রদানকে প্রবেশন বলা হয়।[১১১] এ ধরনের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে অপরাধী কিশোরদের নিয়মিত শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলা হয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম শিশু-কিশোরদের দায়মুক্তি নীতি গ্রহণ করেছে। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের জন্য তা'যীরী বা শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে ।[১১২] যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং তাদেরকে দেখে সমাজের অন্য শিশু-কিশোররাও অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে।[১১৩] তা'যীরী শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[১১৪]

হুদূদ ও কিসাস পর্যায়ের কোন অপরাধ কিশোর-কিশোরীরা সংঘটন করলে তাদেরকে ইসলামী শরী'আহ নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কেননা তারা শরী'আতের দায়-দায়িত্ব মুক্ত হওয়ায় শাস্তিযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'উমার রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

لا قود ، ولا قصاص ، ولا قتل ، ولاحد ولا نكال ، على من لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে তার জন্য এবং তার উপরে আরোপিত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর হদ্দ, কিসাস ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।[১১৫]

১১১. V.V. Devasia & Leelamma Devasia, *Criminalogy Victimology and Corrections*, New Delhi : Ashish Publishing House, 1992, p. 45.
১১২. আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩-৬৪
১১৩. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, *আত্-তা'যীরু ফিশ শারী'আলি ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১১৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কিশোর অপরাধ একটি জটিল ও মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধ প্রবণতার কারণগুলোকে পর্যালোচনা করলে যে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো, শিশু-কিশোররা বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধ প্রবণতা লাভ করে না, যেমন কিছু রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিশোর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকগুলো কারণ সম্পৃক্ত। যেমন পারিবারিক ভাঙন, গৃহের খারাপ পরিবেশ, অসৎ সঙ্গ, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, গণমাধ্যমে কুপ্রভাব ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বা মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা ইত্যাদি। তবে প্রবৃত্তির অনুসরণে মনের চাহিদানুযায়ী যা ইচ্ছা তা করাই কিশোর অপরাধের মূল কারণ। কেননা মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাল-মন্দ প্রতিটি কর্ম সম্পাদিত হয়। আর অন্যান্য কারণগুলো মনকে প্রভাবিত করে। মানুষের মনের সঠিকতার উপর নির্ভর করে আচরণের সঠিকতা। মন যখন ঈমান, যথার্থ 'ইলম, 'ইবাদত ও নৈতিক গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত হবে, তখন ব্যক্তির সমস্ত কাজকর্ম সুন্দর হবে। সন্তানের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারে তার পরিবার। কেননা শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র এবং লালন-পালন সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলাম দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা হলো প্রতিরোধের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা এবং অপরাধ সংঘটনের পর শিষ্টাচারমূলক শাস্তি প্রয়োগে কিশোর-কিশোরীকে সংশোধন করা।

অতএব, সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করতে হলে ইসলামের বিধি-বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে মেনে চলা ও কার্যকর করা একান্ত কর্তব্য। একমাত্র ইসলামী বিধি-বিধানই হতে পারে কিশোর অপরাধ প্রতিকারের সর্বোত্তম পন্থা। আর সেদিকেই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

এই হচ্ছে আমার অবলম্বিত সরল-সঠিক পথ। অতএব, তোমরা তারই অনুসরণ কর। এছাড়া অন্যান্য যেসব পথ রয়েছে, তা অনুসরণ করবে না। করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে ভিন্নতর পথে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন। আশা করা যায়, তোমরা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে।[১১৬]

১১৫. আবু বকর 'আব্দুর রায্যাক, *আল-মুসান্নাফ*, বৈরূত : ১৩৯২ হি., ১ম সংস্করণ, খ. ৯, পৃ. ৪৭৪
১১৬. আল-কুরআন, ৬ : ১৫৩